সাইবার ক্রাইম : আমরা কতখানি প্রস্তুত

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ নিজস্ব নেটওয়ার্ক আমেরিকা ডিফেন্স নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যার উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান ও সংক্ষরণ করা। এর নাম দেয়া হয় 'আরপানেট'। আর আরপানেট সত্তরের দশকের শেষ দিকে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক গণ্ডির মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাত্রা শুরু করে, তখন হয়তো কেউ চিন্তা করেনি এই আরপানেট ধীরে ধীরে একটি মহীরুহে পরিণত হবে। পরে আরপানেট থেকেই ইন্টারনেটের জন্ম। আর এই ইন্টারনেট স্বল্প সময়ের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তরে পৌঁছে গেছে। মাত্র বিশ বছরের কম সময়েই সারা বিশ্বে এই ইন্টারনেট যেনো একটি ডিজিটাল বিপ্লবের সূচনা করেছে। বিশ্বে ধনী-গরিব, ছোট-বড় সবাইকে যেনো একীভূত করে একটি ডিজিটাল গ্লোবাল ভিলেজের জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে উন্নয়ন তথা সমৃদ্ধির মাপকাঠি হিসেবে ইন্টারনেট সুবিধাকে নিয়ে আসা হচ্ছে। ইন্টারনেটকে বলা হয় তথ্যপ্রযুক্তির সূতিকাগার। এটা জ্ঞানের অবারিত হাজার দরজা খুলে দিচ্ছে আমাদের সামনে। এর মাধ্যমে মানবসভ্যতা যেমন পরম উপকৃত হচ্ছে, তেমনি এর হাজার চরম অপকারিতাও রয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয়, তাকেই সাইবার ক্রাইম বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত অপরাধ বলা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৫৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি জনসাধারণের বা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হবে মর্মে জানা সত্ত্বেও এমন কোনো কাজ করেন, যার ফলে কোনো কমপিউটার রিসোর্সের কোনো তথ্যবিনাশ, বাতিল বা পরিবর্তিত হয় বা তার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস পায় বা অন্য কোনোভাবে এর ক্ষতিগ্রস্ত করে। ২০০৭ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, শুধু সাইবার অপরাধের কারণে ২০০৭ সালে পৃথিবীতে ১০ হাজার কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। এস্তেজানিয়ার দেশে সাইবার ক্রাইম পুরো সরকার ব্যবস্থার ওপর আঘাত হেনেছে। সেখানে দুটি বড় ব্যাংক, ছয়টি সংবাদপত্রসহ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানা হয়েছে। সেখানে হ্যাকাররা এসব সংস্থার সব তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। উন্নত বিশ্বে সাইবার ক্রাইমের ঘটনাগুলোই বেশি ঘটছে। উন্নত বিশ্বে সাইবার অপরাধকে অপরাধের তালিকায় শীর্ষে স্থান দেয়া হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে সাইবার অপরাধীদের জন্য নতুন নতুন আইন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে যেনো তা বেড়েই চলছে। বর্তমানে ইউরোপে সাইবার অপরাধ বাড়ার প্রেক্ষাপটে তা দমনের জন্য 'ইউরোপিয়ান সাইবার ক্রাইম' সেন্টার হচ্ছে। পুলিশের আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারপোল জানিয়েছে, সাইবার অপরাধের কারণে শুধু ইউরোপেই বছরে ক্ষতি হয় ৯২৯ বিলিয়ন ডলার। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, প্রতিদিন গড়ে অন্তত ১ মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় ১০ লাখ মানুষ আক্রান্ত হয় সাইবার অপরাধীদের দিয়ে। সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, সাইবার অপরাধ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে ইউরোপে। সাইবার অপরাধ বেড়ে চলার এ বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার সেসিলিয়া মালমস্টোম নিজেই। তার মতে, এই ডিজিটাল যুগে মানুষের জীবন এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভরা। আর এ ভয় সর্বত্র ছড়ানো। কেননা এখন অনলাইনে কেনাকাটা করার ভয়, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে যোগ দিতে ভয় এবং ভয় দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেট ব্যবহারেও। সাইবার অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নিজেদের মতো করে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হ্যাকাররা বা সাইবার অপরাধীরা যখন এক দেশে বসবাস করে অন্য দেশে সাইবার অপরাধ ঘটায়, তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াটা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ইউরোপের সাইবার অপরাধকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার গঠন করা হচ্ছে 'ইউরোপিয়ান সাইবার ক্রাইম' সেন্টার। এটা হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট' ইউরোপোলের একটি অংশ। আর এর দফতর বসবে দ্য হেগ শহরে। শোনা যাচ্ছে, এ কমিশনের বার্ষিক বাজেট ধরা হয়েছে ৩.৬ বিলিয়ন ইউরো। সাইবার অপরাধকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এই কমিশনে যোগ দেবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫৫ জন তদন্তকারী। আশা করা যাচ্ছে ২০১৩ সালের শুরুর দিকে মাঠে নামবে এই ইউরোপিয়ান সাইবার ক্রাইম সেন্টার। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক রস অ্যান্ডারসন বলেন, গত ছয় বছরে সাইবার অপরাধ বেড়ে গেছে আশঙ্কাজনক হারে। তার মতে, বিশ্বের প্রায় ৫ শতাংশের বেশি পিসি ম্যালওয়্যারে আক্রান্ত এবং ২০টির ভেতরে একটি কমপিউটার না জেনেই স্প্যাম ছড়াচ্ছে অন্যদের মাঝে। এক গবেষণায় দেখা যায়, ইন্টারনেটে প্রতিদিন প্রায় ২৪৭ বিলিয়ন মেইল আদান-প্রদান হয়। এর মাঝে ৮১ শতাংশ অর্থাৎ ২০০ বিলিয়নই হলো স্প্যাম। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, সাইবার অপরাধ ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের দিকে এগুলো বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এখন থেকে তৈরি হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকা। কিন্তু আমরা কোথায়? সেই যুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমরা কি প্রস্তুত হচ্ছি?

বিভিন্ন সাইবার ক্রাইমের ধরন

সাইবার পর্নোগ্রাফি : অনলাইন পর্নোগ্রাফি বা সেলফোন পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে এখন কমবেশি সবাই জানেন। বিশেষ করে উঠতি বয়সের কিশোর, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের কাছে এর চাহিদা ব্যাপক।

'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' নামে এক সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে, পর্নো ছবির দর্শকদের ৭৭ শতাংশ শিশু। স্কুল শিক্ষার্থীরা ভিডিও মোবাইলে, সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেটে পর্নো ছবি দেখে থাকে।

এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বর্তমান ইন্টারনেটের তথ্যভাণ্ডারের প্রায় ২৫ শতাংশই পর্নোগ্রাফি। বর্তমানে ইন্টারনেটে মোট ২০,৫২,০৩,২০০টি ওয়েবসাইটের মধ্যে ৫,১০,০০,০০০টি পর্নোগ্রাফি ওয়েবসাইট রয়েছে। শিশুদের নিয়ে তৈরি অশ্লীল ছবির ওয়েবসাইট রয়েছে ১ কোটি ৫০ লাখের বেশি। ১০ লাখের বেশি শিশুর ছবি রয়েছে এসব সাইটে। ১০ লাখের মতো অপরাধী এসব অবৈধ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত।

হ্যাকিং : হ্যাকার একজন অপরাধী ব্যক্তি। তবে এই অপরাধীর মধ্যে একজন দক্ষ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। একজন হ্যাকার তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেকের চেয়ে দক্ষ এবং যোগ্য। অনেক সময় দেখা যায়, প্রোগ্রামাররা অনেক ওয়েবসাইটে অনুপ্রবেশ করে ওয়েবসাইট নষ্ট করে ফেলে বা বিকৃত করে ফেলে। এমনকি পুরো ওয়েবসাইটটিকে গায়েব করে ফেলে। যারা এ কাজ করে তাদেরকেই বলা হয় হ্যাকার। আর তাদের কাজগুলোকে বলা হয় হ্যাকিং। তারা ওই সব ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে সাইটে প্রবেশ করে যা কি না নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। হ্যাকিং ঠেকাতে কমপিউটার জায়ান্টরা নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করলেও আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে হ্যাকারদের দৌরাত্ম্য। অনলাইন বিশ্ব এখন আরো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, হ্যাকররা প্রতি ৩৯ সেকেন্ডে একবার কমপিউটারকে আক্রমণ করছে। আর এর বেশিরভাগই ঘটছে ব্যবহারকারীর পাসওয়ার্ড ভাঙ্গার মাধ্যমে। অ্যান্টিভাইরাস নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো হ্যাকারদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলেও প্রচার আছে।

২০০৭ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায় সাইবার অপরাধের কারণে পৃথিবীর ১০ হাজার কোটি ডলার ক্ষতি হয়। শুধু কমপিউটার সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষতি হয় ৪ হাজার কোটি ডলার। ২০০৮ সালে কমপিউটার হ্যাকাররা কমপক্ষে সাড়ে ২৮ কোটি রেকর্ড চুরি বা নষ্ট করেছে। এর আগের চার বছরে হ্যাকাররা যত রেকর্ড চুরি করেছে, ২০০৯ সালে তারা তার সমপরিমাণ রেকর্ড চুরি করেছে। নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভেরিজন কমিউনিকেশনস ইনকরপোরেটেড এই গবেষণা চালায়। ভেরিজন জানায়, চুরি করা রেকর্ডগুলোর ৯৩ শতাংশই অর্থ সংক্রান্ত। এতে আরো বলা হয়, তারা সব সময় চেষ্টা করেছে ক্রেডিট কার্ডের নম্বর, ব্যাংকের স্পর্শকাতর সব তথ্য চুরি করতে। এছাড়া হ্যাকাররা কমপিউটারগুলোতে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক সব প্রোগ্রাম ব্যবহার করছে। সাইবার অপরাধীরা এখন আর আগের মতো শুধু কমপিউটারের ভাইরাস ▸

আক্রান্ত করে ক্ষান্ত হচ্ছে না, বরং আক্রান্ত কমপিউটার থেকে তথ্য চুরি করে তা অনলাইনে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করছে। ২০০৯ সালে ইউরোপে অনুষ্ঠিত তথ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সম্মেলনের দিন জান নামের একটি প্রতিষ্ঠান এ তথ্য জানায়। ইতোমধ্যে এ ধরনের স্পর্শকাতর চোরাই তথ্য বিক্রি করার হাজারো ওয়েবসাইট গড়ে উঠেছে ইন্টারনেটে। এছাড়া ক্রেডিট কার্ডের তথ্য বিক্রি হচ্ছে অনেক কম দামে। মাত্র কয়েক ডলারে এসব কার্ডের গোপন তথ্য বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যের ব্যাংক ও শিল্পের এক তথ্য বিবরণীতে দেখা যায়– টেলিফোন, ই-মেইল, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে তথ্য বিক্রি হয় তার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯০ কোটি ৫ লাখ পাউন্ডের সমান।

হ্যাকারদের আক্রমণের শিকার হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট। ২০০৯ সালে পেন্টাগনের ব্যয়বহুল যুদ্ধ সরঞ্জামের প্রজেক্ট হ্যাক করেছে হ্যাকাররা। হ্যাকাররা এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতের কমপিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হ্যাক করতে সমর্থ হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জানা গেছে সুকৌশলে হ্যাকাররা পেন্টগনের নেটওয়ার্কে ঢুকে এর ডিজাইন ও ইলেকট্রনিকস সেটআপ সম্পর্কিত তথ্য হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। হ্যাকাররা যুদ্ধ প্রজেক্টের প্রাথমিক কিছু ধারণা হাতিয়ে নিতে পেরেছে বলে মনে করা হচ্ছে (ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল)।

আমাদের দেশেও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হ্যাক হয়েছে ও হচ্ছে। অনেকের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যক্তিগত তথ্য চুরির ঘটনাও কম নয়। কয়েক বছর আগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা র‍্যাবের ওয়েবসাইট হ্যাকের ঘটনা সারাদেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

স্প্যাম : ২০০৯ সালে বিখ্যাত অ্যান্টিভাইরাস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ম্যাকাফির এক গবেষণায় দেখা গেছে, স্প্যাম ফিল্টার ছাড়া একজন ই-মেইল ব্যবহারকারী প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭০টি স্প্যাম মেসেজ পেয়ে থাকেন। গবেষণাটির জন্য ম্যাকাফি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবককে এক মাস স্প্যাম ফিল্টার ছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার করতে বলা হয়। দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ মোট ২৩ হাজার ২৩৩টি স্প্যাম মেইল আসে এবং ব্রাজিলের অংশগ্রহণকারীর কমপিউটারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৮৫৬টি ই-মেইল আসে। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিরা ১১ হাজার ৯৬৫টি স্প্যাম ই-মেইল পান। এ সময় সবচেয়ে কম স্প্যাম আসে জার্মানির প্রতিনিধির কমপিউটারে। তবে এ সংখ্যাও ২ হাজার ৩৩১টি। গবেষণাটির ফলাফল এটাই ইঙ্গিত করে বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটে স্প্যাম আক্রমণের সংখ্যা তো কমেইনি বরং আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। গবেষণাকালে স্প্যামগুলোর ধরন ও পরিমাণ অংশগ্রহণকারীদের অবাক করে দিয়েছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বেশিভাগ সময়ই অখ্যাত নাইজেরিয়া স্প্যাম মেইলের মাধ্যমে আক্রান্ত হচ্ছে। এ ধরনের মেইলে নাইজেরিয়া থেকে এই ইন্টারনেট ব্যহারকারীকে জানানো হয়, নাইজেরিয়ায় কেউ একজন উইল করে তার নামে বিপুল অঙ্কের অর্থ রেখে গেছেন। আর এ অর্থ পেতে স্বভাবতই তার আর্থিক লেনদেনের গোপন তথ্য জানাতে বলা হয়। আর অর্থের লোভে অনেক সহজ-সরল ব্যক্তি এ ফাঁদে পা দিয়েও থাকেন। গবেষণাটিতে দেখা গেছে ইন্টারনেটে মোট স্প্যাম মেইলের ৮ শতাংশের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নানা ছলনায় ব্যবহারকারীর বিশ্বাস জিতে তার বিভিন্ন গোপন তথ্য যেমন পাসওয়ার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত, ইউজার নেম, পিন ইত্যাদি হাতিয়ে নেয়া। বিশেষ করে ক্রেডিট কার্ডের মতো আর্থিক বিষয়গুলোর স্প্যাম মেইলগুলোর আক্রমণের মূল লক্ষ্য বলে চিহ্নিত। ম্যাকাফির পরিচালক বলেন, এ গবেষণার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে বর্তমানে স্প্যামগুলো অতিমাত্রায় উদ্দেশ্যমূলক এবং ইতোমধ্যেই সাইবার অপরাধের সাথে তাদের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেছে।

এছাড়া ভিডিও ব্ল্যাকমেইল, প্রতারণা, ছবির সাথে নগ্ন ছবি যোগ করে দিয়ে চরিত্র হননের চেষ্টা, চাঁদাবাজিসহ আমাদের দেশে নানা ধরনের ছোটখাটো সাইবার অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

বিশ্বে আলোচিত কয়েকটি সাইবার অপরাধ

দুঃসাহসিক সাইবার অপরাধ : মাথায় হাত ইউরোপের বিখ্যাত বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেল গোষ্ঠীর। ২০০৭ সালে তাদের হোটেলগুলোতে যারা এসেছেন, তাদের সবার নামধাম, ফোন নম্বর ও ক্রেডিট কার্ডের যাবতীয় তথ্য এখন একটি রুশ মাফিয়া চক্রের হাতে। অন্তত ৮০ লাখ মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য পাচারের মূলে রয়েছে এক ভারতীয়। স্কটল্যান্ডের একটি সংবাদপত্র এ খবর জানিয়েছে। তাদের মতে, এটিই বিশ্বের সবচেয়ে দুঃসাহসিক সাইবার অপরাধ। সংবাদপত্রটির দাবি, ওই হোটেল গোষ্ঠীর মোট ১৩২২টি হোটেলের যাবতীয় তথ্য রাতের বেলায় পাচার হয়েছে। হোটেলে কমপিউটার নেটওয়ার্কে কোনো অতিথির ব্যক্তিগত তথ্য রাখার জন্য যে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হতো তাতে একটি ভাইরাস ঢুকিয়ে সেই তথ্যগুলো নিমিষেই পেয়ে যেত ওই অপরাধী (ইন্টারনেট)।

ব্যাংক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থ জালিয়াতির ঘটনা : বিশ্বে ব্যাংক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অঙ্কের অর্থ জালিয়াতির ঘটনার শিকার হয়েছে ফ্রান্সের দ্বিতীয়সারির ব্যাংক সোসাইটি জেনারেল। বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় চলছে ইউরোপ-আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে। যে পরিমাণ অর্থ জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে তা বিস্ময়কর। মার্কিন ডলারে ৭ দশমিক ১৪ বিলিয়ন। বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা।

বর্তমানে হ্যাকিংয়ের ঘটনা শুধু বিদেশেই ঘটছে না, আমাদের দেশেও ঘটছে। ২০০৯ সালে দেশে হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছে র‍্যাবের ওয়েবসাইট। ধরা পড়া হ্যাকাররা জানিয়েছে তারা সব মিলিয়ে ২১টি হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘটিয়েছে। এছাড়া বিদেশি হ্যাকারের মাধ্যমে নোয়াখালী ওয়েব নামের একটি সাইট হ্যাকিংয়ের শিকার হয়। এছাড়া ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতিতে মালেশিয়ান দুই নাগরিকের গ্রেফতারে দেশে সাইবার অপরাধের ব্যাপকতা লাভ প্রকাশ করছে।

এছাড়া সম্প্রতি সীমান্তে বিএসএফের নিরীহ বাংলাদেশী হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ও ভারতের হ্যাকারদের মাধ্যমে দু'দেশের সাইট হ্যাকিংয়ের ঘটনা দেশে-বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই বিশ্বের কোনো দেশ সাইবার অপরাধের হাত থেকে মুক্ত নয়। তাই এটিকে রুখতে সবার সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে করণীয়

- সাইবার ক্রাইম একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এ সমস্যা প্রতিরোধের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি আলাদা কমিশন গঠন করতে হবে।
- সাইবার অপরাধ দমনের জন্য যুগোপযোগী আইন ও নীতিমালা প্রয়োজন। প্রয়োজন সাইবার বা ভার্চুয়াল পুলিশ গঠনের এবং দেশব্যাপী কঠোর মনিটরিংয়ের। হ্যাকিংকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়ে কঠোর হাতে দমন করতে হবে।
- পর্নো সাইটগুলোকে একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। পর্নোসাইট তৈরিকারকদের কঠোর আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বন্ধ করে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলোর আইপি অ্যাড্রেস যাতে ব্যবহারকারী তা ব্যবহার করতে না পারে।
- আমাদের দেশে একটি ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি। সাম্প্রতিককালে এক বিচারপতির স্কাইপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার ঘটনার পর থেকে দাবিটি আরো জোরালো হয়েছে।
- দেশের সাইবার ক্যাফেগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। ব্যবহারকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়পত্র এন্ট্রি করে রাখতে হবে। আলাদা পার্টিশন বন্ধ করে দিয়ে উন্মুক্ত স্থানে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া পুলিশের নজরদারি বাড়ানো, সাইবার ক্যাফেসহ সব পর্যায়ে অ্যাডাল্ট ফিল্টার বা পর্নো প্রতিরোধক সফটওয়্যার বাধ্যতামূলক করতে হবে। সর্বোপরি নৈতিকতার বিস্তার ঘটাতে হবে সর্বত্র, কারণ নৈতিক অধঃপতনের কারণে মানুষ মূলত নানা অপরাধমূলক কর্মতৎপতায় জড়িয়ে পড়ে।

তাই এখনই সময়। রুখতে হবে সাইবার ক্রাইমকে পৃথিবীর স্বার্থে, পৃথিবীর জনগণের স্বার্থে, বাঁচাতে হবে প্রযুক্তি জগৎকে। সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করতে হবে পৃথিবীর সব সম্ভাবনাময়ী প্রযুক্তিবিদকে। কজ

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন দৈনিক ও ওয়েবসাইট

ফিডব্যাক : jabedmorshed@yahoo.com